প্রথম আলো

তারিখ ..২৮.. JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

গবেষণায় বরাদ্দ ১ শতাংশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে বাজেট পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য ৪২৫ কোটি ৫০ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে এ বাজেট পাস হয়।

বাজেটে গত বছরের তুলনায় বরাদ্দ বাড়লেও গবেষণা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪ কোটি ৫০ লাখ ৭৫ হাজার টাকা, যা মোট বাজেটের মাত্র ১ দশমিক ০৫ শতাংশ। গত বছর এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৩ কোটি ১০ হাজার টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫০ কোটি ৫৩ লাখ টাকাই (৫৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ) ব্যয় হবে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার পেছনে। এ ছাড়া বই-পুস্তক, জার্নাল কেনা, কেমিক্যাল ও ইকুইপমেন্ট, শিক্ষা সফর, ছাত্রদের পরিবহন এবং শিক্ষা ও গবেষণা খাত মিলিয়ে ১২ দশমিক ৯৯ শতাংশ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এ ছাড়া পেনশনে ১৬ দশমিক ৪৫ শতাংশ ও সাধারণ কার্যক্রমে ৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ ব্যয় ধরা হয়েছে। সিনেট অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষঅধ্যাপক মো. কামাল উদ্দীন বাজেট উত্থাপন করলে সর্বসম্মতিক্রমে তা পাস হয়।

বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাজেটের সিংহভাগ (৮৭ দশমিক ২৩ শতাংশ) অর্থ আসবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বরাদ্দ থেকে। কমিশনের মাধ্যমে সরাসরি সরকারি কোষাগার থেকে আসা এই অর্থের পরিমাণ ৩৭১ কোটি ১৫ লাখ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৩৯ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় সাত কোটি টাকা বেশি। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফি হিসেবে আদায় করা হবে ১৪ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। বাজেটে ঘাটতিও আগের তুলনায় বেড়েছে। এ বছর মোট ঘাটতি ১৫ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। গত বছরের সংশোধিত বাজেটে ১৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে।

সিনেট অধিবেশনের আলোচনা পর্বে সিনেট সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এ সময় তাঁরা শিক্ষকদের বেতনকাঠামো প্রয়োজনীয় সংশোধন করে পুনর্নির্ধারণের দাবি জানান। শিক্ষকেরা অষ্টম বেতনকাঠামোতে নিজেদের মর্যাদা কমানোর তীব্র সমালোচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'উন্নত বিশ্বের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষা কার্যক্রমকে পুনর্বিন্যাস করার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা নিজেদের মতো করে সে প্রচেষ্টায় রত আছি। শিক্ষার বিষয়গত সম্প্রসারণ ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র প্রসারিত করার লক্ষ্যে চলতি বছর চারটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে এসব বিভাগে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে।'